ইত্তেফাক

তারিখ 24.2.86
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের চাকুরী জাতীয়করণসহ চারদফা দাবীতে সারাদেশে বেশীরভাগ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গত শনিবার হইতে ধর্মঘট শুরু হইয়াছে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (কামরুজ্জামান-হেনা দাস), বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (নূর-নজরুল), বাংলাদেশ সহকারী শিক্ষক সমিতি এবং বাংলাদেশ

(১২শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষকদের ধর্মঘট

(১ম পৃঃ পর)

শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী ঐক্য পরিষদের সমবায়ে গঠিত শিক্ষক সমন্বয় পরিষদ আহুত এই ধর্মঘট সম্পর্কে পরিষদের পক্ষ হইতে বলা হয়, অতি অল্পসংখ্যক বিদ্যালয় ব্যতীত সকল বিদ্যালয়েই শনিবার হইতে ধর্মঘট পালিত হইতেছে। অন্যদিকে ধর্মঘটের বিরোধিতাকারী বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (আমানুল্লাহ-আজিজুল) বক্তব্য: নগরীর পঁচিশটি ব্যতীত সকল স্কুলে এবং সারাদেশের বিদ্যালয়সমূহে যথারীতি ক্লাস চলিতেছে।

শিক্ষক সমিতির (নূর-নজরুল) এর প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের সোয়া লক্ষ বেসরকারী শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মচারী শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত করেন।

এইদিকে চারিটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা ৬ মার্চ হইতে শুরুর জন্য বেসরকারী স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ায় সমস্যা সৃষ্টি হইতেছে। পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র বোর্ড হইতে বুঝিয়া লওয়ার শেষ তারিখ ২ মার্চ।

আমাদের সংবাদদাতাগণ জানান, রংপুর, নরসিংদী, মাধবপুর (হবিগঞ্জ), গোপালদি বাজার প্রভৃতি এলাকায় কিছুসংখ্যক স্কুলে ধর্মঘট চলিতেছে। অনেক স্কুলে আবার ক্লাসও হইতেছে। বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক সমন্বয় পরিষদ মিছিল বাহির করে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি জমা দেয়।